দৈনিক সংবাদ
দৈনিক সংবাদ
৩৫
তারিখ... 28 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

এসব ছাত্রকে বাঁচান

দেশের অনেক এলাকায় স্কুল ছাত্ররা এসএসসি পরীক্ষায় পূর্ব নিয়ম বহাল রাখার দাবিতে ধর্মঘট, অবরোধ, ভাঙচুরের মাধ্যমে যে আন্দোলন করছে তা মোটেই সুখকর নয়। এবারই প্রশ্নব্যাংকসহ নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে শেষবারের মত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হল। '৯৬ সাল থেকে নৈর্ব্যক্তিক থাকলেও প্রশ্নব্যাংক থাকছে না। পাস করা কিংবা ভাল রেজাল্ট করা দুটোই কঠিন হবে। তাই ছাত্রদের দাবি পুরাতন প্রথাই চালু রাখতে হবে। ৪ বছরে এক বিরাট অংকের ছাত্র/ছাত্রীরা যদি এই সুবর্ণ সুযোগ ভোগ করে থাকে তাহলে '৯৫ সালের পরবর্তী ছাত্র/ছাত্রীরা শিক্ষাবোর্ডের কাছ থেকে এই সুযোগ থেকে কেন বঞ্চিত হবে? ভাবতে অবাক লাগে যারা আন্দোলনের নামে এ ধরনের অপতৎপরতা চালাচ্ছে তারা নিঃসন্দেহে ১৪ থেকে ১৬ বছর বয়সের। এত অল্প বয়সের ছাত্ররা ধর্মঘট, ভাঙচুর, অবরোধ করে সাধারণ জনগণকে জিম্মি করার সাহস পায় কোথায়? একটু বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় আন্দোলনরত এ সমস্ত ছাত্র নিশ্চয়ই প্রকৃত অর্থে ছাত্র নয়। সহজভাবে পাস করে কেবল সার্টিফিকেট অর্জনই এদের মুখ্য উদ্দেশ্য। নিয়মিত পড়াশুনা করে এ রকম ছাত্র/ছাত্রীরা সব সময়ই নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নব্যাংক পদ্ধতির বিরোধিতা করে। তাহলে ছাত্র নামের এসব অছাত্রের অযৌক্তিক দাবি নিয়ে মাঠে নামার অর্থ হচ্ছে সকল ছাত্র/ছাত্রী পড়াশুনার পরিবেশ ধ্বংস করা। নাকি বাইরে থেকে কোন অদৃশ্য শক্তি এসব ছাত্রকে এ ধরনের তৎপরতায় জড়াচ্ছে। আর এদের অভিভাবকরাই বা কতটুকু দায়িত্ব পালন করছেন? যেভাবেই হোক বর্তমানের আন্দোলন নামের এই গতিধারাকে রোধ করা না গেলে সমগ্র দেশে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হতে বাধ্য। আর ছাত্ররা এই সংকট সৃষ্টি করলেও এর দায়দায়িত্ব পড়ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষাবোর্ডের উপর। নৈব্যক্তিক পদ্ধতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক তৈরি হয়ে যখন বোর্ড অনুমোদিত হয়েছিল তখন এ পদ্ধতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তারা মোটেই ভাবেননি। তাই এ উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করার দায়িত্ব প্রশাসনের পাশাপাশি তাদেরকেই বেশি নিতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বোর্ড কর্তৃপক্ষের উচিত হবে নৈর্ব্যক্তিকের পূর্বের পদ্ধতির ব্যর্থতা স্বীকার করে নতুন পদ্ধতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে ছাত্র/ছাত্রীদের জ্ঞান দেয়া এবং সম্ভব হলে প্রতি স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে এর ওপর প্রচারপত্র বিলি করা। সেই সাথে প্রতি স্কুলের শিক্ষক এবং প্রতি অভিভাবকদের কঠোর হস্তে এসব ছাত্রকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব পালন করতে হবে। এ ব্যাপারে সচেতন সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

স্বাধীন হাসান
৩২০ লেঃ সেলিম হল,
বিআইটি, রাজশাহী